তারিখ ... 30 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৬ ...

সংবাদ

ফিদেল ক্যাস্ত্রো ও বঙ্গবন্ধু

ড. মো. হুমায়ুন কবীর

ফিদেল ক্যাস্ত্রোর পুরো নাম ফিদেল অ্যালেজান্দ্রো ক্যাস্ত্রো রুজ। ১৯২৬ সালের ১৩ আগস্ট কিউবায় এ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবী নেতার জন্ম হয়। ২৫ নভেম্বর ২০১৬ সালে প্রায় ৯০ বছর বয়সে বিশ্বের সুপরিচিত জীবন্ত এ কিংবদন্তি ইহকালের মায়া পরিত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুতে বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ বিশ্ব নেতৃবৃন্দ শোক জানিয়ে চলেছেন। তার মৃত্যুতে ২৬ নভেম্বর থেকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৯ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে কিউবায়। মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত তিনি শুধু কিউবারই নেতা ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন বিশ্বনেতা। সেজন্যই তার মৃত্যুশোকে যেমন কাঁদছে কিউবানরা, তেমনি শোকে বিহবল সারাবিশ্বের ফিদেলপ্রেমীরা। তিনি বর্তমান সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের একজন আপসহীন এবং অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন। তার অগ্রজ বিশ্বনেতৃত্ব ছিলেন কার্লমার্ক্স, লেলিন, স্ট্যালিন, মাও সেতুং, গর্ভাচেভ প্রমুখ সমাজতান্ত্রিক রাজনৈতিক ধারণার জন্মদাতাগণ। অপরদিকে তিনি সকল শোষিতের নেতা ছিলেন। মানবিক বিবেচনায় তিনি যেমন ছিলেন মার্টিন লুথার কিংয়ের মতো নেতৃত্বের অনুসারী তেমনি ছিলেন সাম্প্রতিক সময়ে আলোচিত ইয়াসির আরাফাত, নেলসন মেন্ডেলার মতো ব্যক্তিদের রাজনৈতিক অন্তপুরের স্বজন। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনেরও একজন বন্ধু ছিলেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখার স্বীকৃতি হিসেবে ২০১৩ সালে বর্তমান বাংলাদেশের শেখ হাসিনার সরকার কর্তৃক তাকে 'মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মাননা' প্রদান করা হয়েছিল। বাঙালির জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবদ্দশায় তার সাথে খুবই সুসম্পর্ক ছিল। তিনি বাংলাদশের স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং দেশের মানুষের জন্য মুক্তিপাগল হিসেবে বিপ্লবী বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে প্রথম দেখাতেই একটি ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছিলেন। ১৯৭৩ সালে আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের (ন্যাম) চতুর্থ সম্মেলনে প্রথম দেখায় তিনি বঙ্গবন্ধুকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, 'আই হ্যাভ নট সিন দ্য হিমালয়েজ, বাট আই হ্যাভ সিন শেখ মুজিব। ইন পারসোনালিটি অ্যান্ড ইন কারেজ, দিস ম্যান ইজ দ্য হিমালয়েজ। আই হ্যাভ দাজ হ্যাড দ্য এক্সপেরিয়েন্স অব উইটনেসিং দ্য হিমালয়েজ।' অর্থাৎ 'আমি হিমালয় পর্বতমালা দেখিনি। কিন্তু আমি শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব ও সাহসিকতায় এই মানুষই হিমালয়। এভাবে আমার হিমালয়ও দেখা হয়ে গেল।' বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে তার এ ঐতিহাসিক উক্তি বাংলাদেশের মানুষের আজীবন মনে থাকবে।

ফিদেল ক্যাস্ট্রো সমাজতান্ত্রিক কিউবায় ১৯৫৯ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত দেশটির প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তারপর তিনি আবার ১৯৭৬ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত সময়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এত দীর্ঘসময়ে কোন একজন ব্যক্তির একটি রাষ্ট্রের ক্ষমতায় থাকার নজির ইতিহাসে খুবই বিরল। তিনি সেটি ছিলেন কিন্তু জোর করে ক্ষমতা দখল করে নয়। বরং দেশের জাতীয়তাবাদী চেতনার জন্য তিনি বরাবরই পেয়েছেন দেশের মানুষের ভালোবাসা ও সমর্থন। কিন্তু তার এ ক্ষমতাকালীন সময় কোন অবস্থাতেই কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। সেজন্য তাকে সহ্য করতে হয়েছে বিশ্বের শক্তিধরদের অনেক রক্তচক্ষু। তবে তার বিপ্লবের ইতিহাসটাও বেশ চমকপ্রদ। তার বিপ্লবের সহযোদ্ধা ছিলেন ছোটভাই এবং বর্তমানে কিউবার প্রেসিডেন্ট রাউল ক্যাস্ট্রো এবং আরেক বিপ্লবী চে গুয়েভারা। তারা ১৯৫২-৫৩ সালে প্রথমবার কিউবান সরকারকে উৎখাতে নামলেও সফল হতে পারেননি। উপরন্তু কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। পরে ১৯৫৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রপন্থি বাতিস্তা সরকারকে এক সফল বিপ্লবের মাধ্যমে উৎখাত করে তিনি কিউবার ক্ষমতারোহণ করেছিলেন। সেসব থেকেই বিপ্লবী চে গুয়েভারার বিখ্যাত উক্তি, 'আমার পরাজয়ের অর্থ এই নয় যে, বিজয় অর্জন করা যাবে না' সৃষ্টি হয়েছিল। বিপ্লব নিয়ে ফিদেলেরও অনেক বিখ্যাত ও জনপ্রিয় উক্তি রয়েছে। তেমন কিছু উক্তির মধ্যে, 'আমাকে অপরাধী বানাতে পারো, এটা কোন গুরুত্ব বহন করে না। ইতিহাস আমাকে মুক্তি দেবে', 'বিপ্লব গোলাপের শয্যা নয়, বিপ্লব হচ্ছে মৃত্যুপর্যন্ত অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যাকার সংগ্রাম', 'হত্যার চেষ্টা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য যদি কোন অলিম্পিক ইভেন্ট থাকত, তাহলে নির্ঘাত তাতে স্বর্ণপদক জিততাম আমি' ইত্যাদি। যেমন রয়েছে বঙ্গবন্ধুর, 'রক্ত যখন দিয়েছি, আরো দেব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ', 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', 'ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়েও বলব আমি বাঙালি', 'আমি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, আমি চাই বাংলার মানুষের মুক্তি ইত্যাদি অনেক গুরুত্বপূর্ণ উক্তি। এখনও ফিদেলের দেশ কিউবায় দেয়া আছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপসহ অনেক শক্তিশালী ও ধনী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিকসহ নানা ধরনের অবরোধ ও নিষেধাজ্ঞা। একসময় দৃশ্যত বিশ্ব দুটি ধারায় বিভক্ত ছিল। একটি ধারার নেতৃত্বে ছিল গণতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিকখ্যাত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্যসহ বিশ্বের বেশ কিছু, শক্তিধর ও অর্থনৈতিকভাবে তুলনামূলভাবে উন্নত কিছু রাষ্ট্র।

অপরদিকে রাশিয়া, চীন, জার্মান, কোরিয়া এবং আরো কিছু দেশের নেতৃত্বে ছিল সমাজতান্ত্রিক কমিউনিস্ট ব্লক। সেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর নেতৃত্বের একেবারে অগ্রণী ভূমিকায় ছিলেন কিউবা এবং কিউবার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোধা ব্যক্তিত্ব ফিদেল ক্যাস্ট্রো। সেই সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক বিভক্ত ধারাতেই আসলে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু একসময় দেখা গেল বিশ্ব রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কমিউনিজম গণতন্ত্রের কাছে মার খেতে থাকে। সেই মার খাওয়ার ধারবাহিকতায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনেকটা এগিয়ে যায়। কিন্তু গত শতকের নব্বইয়ের দশকে মিখাইল গর্ভাচেভের নেতৃত্বে সোভিয়েত ব্লকও যুক্তরাষ্ট্রীয় কৌশলের কাছে হেরে গিয়ে ভেঙে খান খান হয়ে যায়। কিন্তু তারপরও উজ্জীবিত থাকে ফিদেল ক্যাস্ট্রোর নেতৃত্বে কিউবা। বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী দেশ যুক্তরাষ্ট্রের নাকের ডগায় বসে থেকে রাজনীতিতে আপসহীনতার জন্য এর চেয়ে বড় উদাহরণ আর খুব একটা দেখা যায় না। তিনি তার জীবদ্দশায় ১৯৬১ সাল থেকে শুরু করে ২০১১ সাল পর্যন্ত তার দেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। কিউবা এবং ফিদেল ক্যাস্ট্রো- এ দুটোকে আলাদা করা কঠিন। কারণ ফিদেল ক্যাস্ট্রো নামটি কিউবার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গেছে। তাকে কমিউনিজম থেকে দূরে সরানোর জন্য বিশ্বের অনেক শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। কিন্তু কোন কিছুতেই মাথা নত করেননি তিনি। সেজন্য তিনি ৬৩৪ বার তাকে হত্যার পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিতে পেরেছন। এমনকি যখন দেখা গেল রাশিয়া, চীন, কোরিয়া এবং জার্মানের মতো দেশ তাদের পূর্বেকার মার্ক্সসীয় কিংবা লেলিনীয় কমিউনিজম থেকে সরে এসে নতুন ধারায় সমাজতন্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে অর্থনৈতিকভাবে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিসিদ্ধ গণতান্ত্রিক রাজনীতির সাথে এক প্রকার কম্প্রমাইজ করেই ব্যবসা-বাণিজ্যে এগিয়ে চলেছে। সেখানে কিউবা কিংবা ফিদেল ক্যাস্ট্রো এ একবিংশ শতাব্দীতে এসেও তার সেই অরিজিনাল কমিউনিজম ধরে রাখতে পেরেছিলেন।

তিনি জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনসহ বিশ্বের অনেক কল্যাণমুখী নেতৃত্বের অগ্রদূত ও অগ্রপথিক ছিলেন। সেজন্য তিনি আজ বিশ্বের কাছে অনন্য এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে ছিলেন এবং থাকবেন। তার নেতৃত্বের এ দৃঢ়তার জন্যই শেষ পর্যন্ত সাম্প্রতিক সময়ে মার্কিন ওবামা প্রশাসনও কিউবা এবং ফিদেল ক্যাস্ট্রোর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের চেষ্টা করে গেছেন। হাভানা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের ওপর ডিগ্রিধারী এ বিশ্বনেতা ২০০৬ সালের পর থেকে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সেজন্য তিনি ২০০৮ সালে এসে ছোটভাই সহযোদ্ধা রাউল ক্যাস্ট্রোর (বর্তমানে বয়স ৮৫ বছর) নিকট স্বেচ্ছায় ক্ষমতা সমর্পণ করেন। বর্ণাঢ্য বিপ্লবী রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী এ নেতার মৃত্যুতে আজ সারাবিশ্বই গভীরভাবে শোকাহত। তিনি বিশ্বের একজন মুরুব্বী ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর জীবন সংগ্রামের সাথে তার সংগ্রামের অনেক মিল ছিল। কারণ তিনিও দেশ ও দেশের মানুষকে নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন। তবে পার্থক্য হলো ফিদেল তার হত্যার পরিকলপনা প্রতিরোধ করে দিতে পারলেও বঙ্গবন্ধু তা পারেননি। কারণ তিনি সবাইকেই অগাধ বিশ্বাস করতেন। যাহোক, ফিদেলের বিয়োগের এ শূন্যস্থান পূরণ হওয়ার নয়। ৪ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হবে। সেদিন বিশ্বের অনেক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থেকে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাবেন। কাজেই আজকের দিনে এসে বলা যায় কীর্তিমানের মৃত্যু নেই এবং বিপ্লবীরা মরে না। তার এ মহাপ্রয়াণে তাই তাকে জানাই শ্রদ্ধাঞ্জলি।

[লেখক : ডেপুটি রেজিস্ট্রার, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়]
hkabirfmo@yahoo.com